Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

পল্লিজননী

আমৃত্যু সাহিত্য সাধনা ছিল কবি জসীম উদ্দীনের জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন পল্লী-দরদী কবি। হাজার নদীর স্রোতধারায় বিধৌত রূপসী বাংলার রূপ- রস- গন্ধ - স্পর্শে তিনি অভিভূত হয়েছেন। কবি পল্লী প্রকৃতির রূপ- রস- মাধুর্য আকণ্ঠ পান করে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করেছেন। ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় বন্দী শহুরে জীবন থেকে তার বিগলিত চিত্ত ঘুরে ঘুরে বিচরণ করেছে নিভৃত পল্লীর মাঠ- ঘাট- প্রান্তরে। সেই পল্লীর অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, সেই গ্রামীণ জীবনের হাসি - কান্না, আনন্দ- বেদনা কবির অন্তরজীবনকে করেছে গভীরভাবে আলোড়িত। আলোচ্য 'পল্লী জননী' কবিতায় কবি একমাত্র সন্তানের কোনো আবদার মেটাতে না পারার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এক অসহায় পল্লী মাতার মর্মবেদনাকে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর সুনিপুণ তুলির আঁচড়ে। 'পল্লী জননী' কবিতাটি কবির 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

বাষট্টি লাইনের এ কবিতাটি এক অসহায় দরিদ্র জননীর হৃদয়ের যে ক্ষত রয়েছে তা ফুটে উঠেছে। খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হয় যেন এক হতভাগ্য ও হতদরিদ্র মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থায় থাকা একমাত্র পুত্রসন্তানের মৃত্যু যন্ত্রণার যে কাতরতা তা সহ্য করতে পারছেন না। তিনি নিশ্চিতভাবেই অকল্যাণের সুর শুনতে পাচ্ছেন হুতুম প্যাঁচার ডাকে। ফলে একমাত্র অবলম্বনকে ধরে রাখতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে হুতুম প্যাঁচাকে তাড়াতে 'দুর-দুর' করছেন।

এ কবিতায় কবি গ্রামবাংলার রুগ্‌ণ পরিবেশে অসুস্থ সন্তানের শিয়রে এক পল্লীমায়ের পুত্রহারানোর শঙ্কা তুলে ধরেছেন। কবিতায় পল্লী প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে গ্রামবাংলার একটি দরিদ্র পরিবারের করুণ কাহিনি ফুটে উঠেছে। সন্তানের অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতরতা দেখে মা অস্পষ্ট মনে আল্লা-রসূল-পীরকে ডাকেন এবং মসজিদ-মাজারে বিভিন্ন কিছু মানত করে।

পুত্রের রোগশয্যার পাশে নিবু নিবু প্রদীপ, চারদিকে মশার অত্যাচার, ডোবার পচা পাতার গন্ধ, ঠান্ডা হাওয়া ইত্যাদি নানা কিছু পল্লীজননীর অসুস্থ পুত্রের ঘুম কেড়ে নেয়। মা চুমো খেয়ে, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে, বুকের সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে তার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে চায়। ছেলের সুস্থতার জন্য মানত করে। আল্লাহ, রাসুল, পীরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে অশ্রুসিক্ত হয়। বাঁশবনে কানাকুয়োর ডাক, বাদুড়ের পাখা ঝাপটানি, জোনাকির ক্ষীণ আলোয় শীতের শুভ্র কুয়াশা ইত্যাদি মায়ের কাছে অশুভের ইঙ্গিত বলে মনে হয়। মা তাই বালাই বালাই বলে সেগুলো দূর করতে চায়।

দুরন্ত ছেলে রহিম চাচার ঝাড়-ফুঁকে সুস্থ হয়েই খেলতে গেলে, মা তখন তাকে একটুও বকবে না বলে অনুমতি নেয়। ছেলের এমন কথায় পল্লীমায়ের পুত্রের নানা আবদারের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। ছেলের ছোটখাটো বায়না না মিটানোর কথা, আড়ঙের সময় পুতুল, রোগের পথ্য-ওষুধ ইত্যাদি সে কিনে দিতে পারেনি। ঘরের চালে হুতুমের ডাক শুনে সে দূর দূর করে ছেলের অমঙ্গল তাড়াতে চায়। কিন্তু তার সামনের মহাকাল রাত শেষ হয় না। 'পল্লীজননী' কবিতায় কবি মাটির প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসার উপমায় অসুস্থ সন্তানের জীবনপ্রদীপ নিভে আসার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পরিশেষে বলতে পারি – মাতৃ-স্নেহের অনিবার্য আকর্ষণই 'পল্লী জননী' কবিতার প্রাণবস্তু।

প্রশ্ন: 'রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা।' ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন: 'রহিম চাচার ঝাড়া' বলতে কী বোঝায়?